

Ferdinando Frega – Nando the Scribe

THE AMERICAN EGGS



Gillettenarrative.com

Gillette আর আমেরিকান ডিম

Gillette Trailer 16 — লিপিকার নান্দো

বিমান সবে নেমেছে। আমার স্ত্রী আর মেয়ে, দুজনের চোখেই অবিশ্বাস আর সন্দেহ: একটা নতুন শুরু বদলে গিয়েছিল অনিশ্চয়তায়, আর এত লোককে অন্য একটা ভাষায় কথা বলতে শোনা ওদের কাছে ছিল একেবারেই নতুন ব্যাপার।

নিউ ইয়র্কের JFK বিমানবন্দর আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। আমার কাছে এর মানে ছিল ঘরে ফেরা — আমার নিজের মাটিতে — যে মাটি পরিচয়ের এক প্রতিশ্রুতি থেকে হয়ে উঠেছিল এক বিজয় আর এক নতুন দিগন্ত।

সংক্ষেপে বলি: 61 বছর আগে সারস পাখির যখন আমাকে নিউ ইয়র্কে নামিয়ে দেওয়ার কথা, তখন এক কালাব্রীয বাজপাখিকে দেখে তার চোখ ঝাঁপিয়ে গেল, সে মজে গেল, আর ঠিক করল আমাকে আসপ্রোমন্তে পাহাড়ের ঢালেই রেখে যাবে। তবে সে অন্য গল্প।

আমরা মালপত্র তুলে নিয়ে একটা হলুদ ট্যাক্সিতে উঠলাম। চালক জিজ্ঞেস করল কোথায় যাব, আমি ঠিকানাটা দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করল আমরা কোথা থেকে আসছি আর আমার আদি বাড়ি কোথায়।

আমি উত্তর দিলাম, “কুইন্স, নিউ ইয়র্ক।”

গোটা পথ জুড়ে নিখাদ নীরবতা। পৌঁছে ভাড়া জিজ্ঞেস করলাম: “কার্ডে 22 ডলার; নগদে দিলে 14 ডলার।”

আমি বন্ধুর চোখে তার দিকে তাকালাম, আর সে বলল, “আমি 12 বছর নেপলসে কাজ করেছি, আর শিখেছি যে একমাত্র এভাবেই আমার বদভ্যাসগুলোর খরচ চালিয়ে যেতে পারি। আর মালপত্র দেখেই বুঝেছিলাম আপনারা ইতালি থেকে আসছেন। নিউ ইয়র্কে স্বাগতম।”

বাড়িটা নতুন আর সুন্দর, রাস্তা থেকে একটিমাত্র প্রবেশপথ আর উঠতে হয় মাত্র কয়েকটা ধাপ। দুই নারী পরস্পরের দিকে তাকাল আর কথা বলল নিজেদের নীরবতা দিয়ে — কিন্তু আমি, জন্ম থেকেই ভেতরে বসানো ‘নারী-কোড’ নিয়ে, ওদের চাউনির পেছনের সূক্ষ্ম আভাস আর ভাবনাগুলো পড়ে নিতে পারছিলাম।

“আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি,” ওদের বললাম। “পরে গিয়ে কিছু বাজার করে আনব।”

খাবারদাবার মজুত করতে বেরোলাম। সুপারমার্কেট আমার পছন্দ নয়: Walmart সবাইকে স্বাগত জানায়, কিন্তু Walmart-এ খদ্দেরদের চড়া দাম দিতে হয়। আমার জোগানদার বলতে এখনও পাড়ার ছোট দোকানগুলোই, সেইসব জায়গা, যেখানে দুটো কথা বা একটা রসিকতা বিনিময় করলেই আসল খবর জোগাড় করা যায় — আর নিজের জীবন নিয়ে লেখা যায়।

“আর ডিম, জ্যাক, টাটকা ডিম কোথায় কিনতে পাব?”

“এই রাস্তার পেছনে কান নামে এক তুর্কি আছে। তার নিজের কয়েকটা মুরগি আছে, খুব যত্নে আগলে রাখে। দেখো, যা খুঁজছ তা ওর কাছে আছে কি না।”

কয়েক পা হেঁটেই পৌঁছে গেলাম। সে এমনকি ইতালীয়ও বলত — আর তখন থেকেই শুরু হল চমক।

সে আমাকে দোকানের পেছনে নিয়ে গেল তার মুরগিগুলো দেখাতে: গুনে দেখলাম মাত্র নয়টা, আর তাদের একটার ডানায় ইতালির পতাকার রঙের একটা ছোপ। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এর মানে কী।

গর্বের সঙ্গে বলল, “ও কামিল্লা। ও এসেছে ইতালি থেকে, নেপলস থেকে — ফোরচেল্লা পাড়া। আমার কাকা ওকে আমায় দিয়েছেন। চমৎকার ডিম পাড়ে। এ এমন ডিম যা টাটকা অবস্থায় চুমুক দিয়ে খাওয়া যায়, রান্না করার দরকার নেই। আমার মহিলাদের আমি কখনও রাসায়নিক খাওয়াই না — শুধু প্রাকৃতিক খাবার, তুরস্কে আমরা যেমন করি।”

সে জিজ্ঞেস করল আমি কয়েকটা চেখে দেখতে চাই কি না, আর আমি অবশ্যই রাজি হলাম, “এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে?”

আমরা দোকানের ভেতরে একটা ছোট টেবিলে বসে গল্প করছিলাম, আর সে আমার জন্য একটা প্লেটে তিনটে ডিম নিয়ে এল।

“এইমাত্র আমার কামিল্লা পেড়েছে। নান্দো, তুমি ভাগ্যবান মানুষ,” সে বলল।

হুঁয়ে দেখলাম, গরম। কথাবার্তা আবার শুরু করার আগে তার বসার জন্য অপেক্ষা করলাম।

সে জিজ্ঞেস করল কী পান করব। “আমেরিকান কফি, প্লিজ।”

প্রথম ডিমটা ফুটো করতে গেলাম — কিন্তু ফুটো হল না। আরেকটা চেষ্টা করলাম, তারপর শেষটা।

তিনটেই শক্ত করে সেদ্ধ।

...অলৌকিক ঘটনা। আমরা তো আমেরিকায়।

এমন মুরগি, যে আগে থেকেই সেদ্ধ করা ডিম পাড়ে — রান্না করার দরকার নেই। আমি বিস্ময় বা আতঙ্ক কিছুই দেখালাম না; শুধু কানকে জিজ্ঞেস করলাম, কামিল্লাকে বেচতে হলে সে কত চাইবে। সে জানতে চাইল, কেন।

সে হাসল, “ডিমগুলো ভালো লেগেছে?”

বললাম, ওগুলো আমার মেয়েকে দিতে চাই, ও মুরগি ভালোবাসে।

মনে মনে ভাবছিলাম, হয় দশ লাখ ডলারের এক প্রকল্প... নয়তো এমন এক জালিয়াতি, যা বুঝে ওঠার অপেক্ষায় আছে।

দাম মিটিয়ে, বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। কাউকে কিছু বললাম না, কিন্তু পরের দিন আবার গেলাম।

“সুপ্রভাত, কান। আজ আরও কয়েকটা চুমুক দিয়ে খাওয়ার ডিম পাওয়া যাবে?”

“নিশ্চয়ই, বোসো। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।”

“আমি খোঁয়াড়ে ঢুকে সরাসরি কামিল্লার কাছ থেকেই তুলে নিতে চাই।”

“দুঃখিত, নান্দো, কাল রাতে একটা জন্মদিনের পার্টির জন্য ওকে আমরা রেঁধে ফেলেছি। তবে তোমাকে অন্য ডিম এনে দিচ্ছি।”

একই আচার, একই টেবিল, একই প্লেট: তিনটে টাটকা ডিম, চুমুক দিয়ে খাওয়ার জন্য — কিন্তু আবারও শক্ত করে সেক, খাওয়ার জন্য তৈরি।

দাম মেটালাম, বেরিয়ে এলাম, আর ভাবলাম: আমেরিকান স্বপ্ন।

নাকি... সে-ই আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে — আর এখনও পায়নি?

আমেরিকায় স্বাগতম

নান্দো